ফ্যাক্টশীটঃ ধানভিত্তিক শস্যবিন্যাস

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ধান ও হাঁসের সমন্বিত খামার পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে ধান চাষের সাথে হাঁস পালন করা হয় তাকে ধান ও হাঁসের সমন্বিত খামার পদ্ধতি বলে। এটি একটি জৈব খামার পদ্ধতি যাতে একই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে গরীব কৃষক একই সাথে দুটি ফসল অর্জন করার সুবিধা পায়। ধান ও হাঁস চাষ পদ্ধতিতে কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই পদ্ধতি কম খরচসম্পন্ন এবং পরিবেশের অনুকূল।

ধানক্ষেতে হাঁস পালন

ধান ও হাঁস চাষ পদ্ধতির উপকারিতা

বর্তমান ধান উৎপাদন পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করায় পরিবেশ দূষন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্যা মোকাবেলায় ধান হাঁস চাষ পদ্ধতি একটি বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ধান ও হাঁস সমন্বিত খামার পদ্ধতিতে গরীব কৃষক প্রভূত উপকার পেতে পারেন। ধানের ক্ষেতে আগাছা এবং পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে হাঁস কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। হাঁস আগাছার বীজ, নরম আগাছা, কাঁকড়া ইত্যাদি খেয়ে ধানের ক্ষেতকে বালাইমুক্ত রাখে। হাঁসের অবাধ চলাফেরার জন্য ধানের জমিতে মাটির ভৌত অবস্থার উন্নয়ন ঘটে যা বেশি কুশি উৎপাদন ও শিকড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ফলে ধানের ফলন বেশি হয়। ধান হাঁস চাষ পদ্ধতিতে আগাছা দমন, কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের খরচ কম হয় বিধায় বেশি মুনাফা অর্জিত হয়। এতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

ধান হাঁস চাষ পদ্ধতির কলাকৌশল

- ধানের চারা অবশ্যই ২৫ x ২০ সেন্টি মিটার দূরত্বে লাইনে রোপণ করতে হবে। জমি তৈরির জন্য শেষ চাষের সময় ৫ টন/হেক্টর হারে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
- চারা রোপণের ৭-১৫ দিন পরে প্রতি হেক্টর ধানের জমিতে ২০-৩০ দিন বয়সের ৩৫০-৪০০টি হাঁসের বাচ্চা ছেড়ে দিতে হবে।
- ধানের জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে (৫-৭ সেন্টিমিটার) পানি রাখতে হবে যাতে হাঁসের বাচ্চা অবাধে এবং সহজে ধানের জমিতে চলাফেরা করতে পারে।
- প্রথম ৫-৭ দিন হাঁসের বাচ্চা ধানের জমিতে দিনে ২-৪ ঘন্টা রাখতে হবে। এরপর থেকে হাঁসের বাচ্চা ধানের জমিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখতে হবে।
- জমির চারদিকে কৃত্রিমভাবে তৈরি জাল ব্যবহার করতে হবে যাতে হাঁসের বাচ্চা জমির ভিতরেই থাকে এবং বন্য প্রাণীর (শিয়াল, কুকুর, বেজি ইত্যাদি) আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।
- ধানে ফুল আসার শুরুতেই জমি থেকে হাঁস সরিয়ে নিতে হবে।
- ধানের জমি থেকে হাঁস সরিয়ে নেয়ার পর পুকুর এবং প্রাকৃতিক জলাভূমিতে সেগুলো পালন করা যেতে পারে।
- চার মাস পর হাঁস বিক্রি করা যেতে পারে অথবা ডিম এবং গোশতের জন্য রাখা যেতে পারে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd